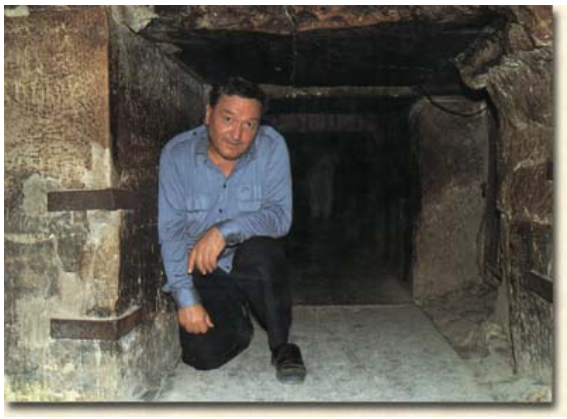

নাটের গুরু এরিক ফন দানিকেন

স্বপন বিশ্বাস

ষাটের শেষে ও সত্তুরের শুরুতে দানিকেনের ‘দেবতত্ত্ব’ নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বই বিক্রির মাতম শুরু হয়। দানিকেন তার Chariots of the Gods বইয়ে বলেন যে, মেক্রিকো থেকে চীন অবধি যত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মেলে, সেগুলো ভিন্ গ্রহের উন্নততর প্রাণীদের দ্বারা প্রভাবিত। দশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে ভিন্ গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে আসে, উন্নততর প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীবাসীকে নানাবিধ স্থাপনা তৈরিতে সহায়তা করে। যে সকল পুরাকীর্তি ও তার ধ্বংসাবশেষ দেখে পৃথিবীবাসী আজও অভিভূত, সেগুলো মনুষ্যকীর্তি নয়, আরো উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী মহাশূন্যযানে চেপে আসা ‘দেবতাদের’ কীর্তি ওসব। দানিকেন এই ‘দেবতত্ত্ব’ টোপ এমনভাবে হাজির করেন যে, বিশ্বাসী বিশ্ববাসী সেটি গিলে ফেলে। মুড়ি মোয়ার মতো দানিকেনের বই বিক্রি হয়। শেষ পর্যন্ত তার বই বিক্রি সর্বসাকুল্যে ছয় কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। অপবৈজ্ঞানিক বই বিক্রির এমন মাতম স্মরণকালে আর কোনটি ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। Chariots of the Gods অবলম্বনে আমেরিকায় একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি হওয়ার পর তার খ্যাতি ও বই বিক্রি আরো তুঙ্গে ওঠে। মাছি মারা কেরাণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সর্বমহলে তার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। মিডিয়া ও পাঠকের আশীর্বাদে শ্রী দানিকেন বনে যান, সমালোচকের ভাষায়, একজন prophet (profit?)। তার বই জনপ্রিয় হয়েছে কেন?

ফন দানিকেনের বই

দানিকেন বলেছেন “আমি হঠাৎ কোন অহি বা দৈববাণী শুনিনি, দেবতত্ত্ব আমার ধীর সাধনার প্রয়াস।” জানা গেছে Chariots of the Gods লেখার আগে দানিকেন পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ব্যক্তিগত কিছু অশান্তির মধ্যে থেকেও ছুটে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। অবশেষে মেক্সিকোতে পেলেন তার দাবীর সমর্থনে কিছু নমুনা। মেক্সিকোর পালেঙ্ক নামক স্থানে একটি মন্দিরের বড় পাথরে খুঁজে পেলেন রকেটের মতো কিছু। ইউরেকা ইউরেকা!! অতি দ্রুত প্রস্তুত হলো Chariots of the Gods এর পান্ডুলিপি। কিন্তু কোন প্রকাশক ওটা প্রকাশ করতে চাইল না। প্রায় ২২ বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেপরোয়া দানিকেন প্রভাবশালী জার্মান সাংবাদিক থমাস ফন র‍্যান্ডোর শরণাপন্ন

হন। র‍্যান্ডো তাকে উপদেশ দেন কোন কল্পবিজ্ঞান লেখকের সহায়তায় পান্ডুলিপিটি পুনর্বার লিখতে । ১৯৬৮ সালের দিকে দানিকেনের – Chariots of the Gods সহ আরও একটি বই প্রকাশিত হয় । কিছুকাল পরেই চন্দ্রবিজয় ঘটে । চন্দ্রবিজয়ে মানুষের উত্তেজনা ও বিকল্প বিজ্ঞানে মানুষের উৎসাহের ফলে দানিকেনের বই বিক্রির মাতম ঘটে । পরবর্তীতে দানিকেন আরো বই লিখেন; বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছি । দেবতারা এসেছেন উড়ন্ত চাকীতে চড়ে, চারিদিকে তার নমুনা। ইস্টার দ্বীপের মূর্তি, পিরি রেই–এর মানচিত্র, পিরামিড, নাজকা লাইন, মঙ্গলের চাঁদ, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি সর্বত্রই দেবতার পদস্পর্শ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পালেঙ্ক মন্দিরের বড় পাথরের ওপর খোদাই করা ছবিটি দেয়া হ'ল। রকেটের মতো কিছু বা তাতে মহাশূন্যচারী বসে আছে বলে মনে হচ্ছে না তো। দানিকেনের মনে হয়েছে। মায়া–লিপি বিশেষজ্ঞ আয়ান গ্রাহাম বলছেন, "নিশ্চিতভাবেই আমি ওটাকে মহাশূন্যচারী বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না। আমি কোন অক্সিজেন টিউব দেখতে পাচ্ছি না। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আঁকা মায়া অবয়ব দেখতে পাচ্ছি মাত্র।" বইয়ের শুরুর দিকে দানিকেন একটি 'রকেট সমীকরণ' দাঁড় করিয়েছেন যা কোন সমীকরণই নয় কারণ ওখানে কোন '=' চিহ্ন নেই। এই উদ্ভট অসমীকরণে হর অংশে একটি স্থির সংখ্যা (যা কি না 'এক') দিয়ে গুণ করা হয়েছে। একজন স্কুলছাত্রও জানে যে 'এক' দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ করলে ওই সংখ্যাটিই থেকে যায়। তাহলে দানিকেন ওটি আমদানি করলেন কেন? কি করে পৃথিবী ও চাঁদ এলো? পৃথিবী একটি উপগ্রহকে পাকরাও করলো । পৃথিবীর দিকে টেনে আনার সময় পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতির কাছাকাছি এসে উপগ্রহটি চূর্ণবিচূর্ণ হয় ও চাঁদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় । প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ রয়েছে তিয়াহিউয়ানাকোর প্রাচীন মন্দিরের 'গ্রেট আইডলের' চিহ্নাবলীতে । দানিকেনের ভাষ্য অনুযায়ী ২৭০০০ বছর আগে একটি উপগ্রহ বছরে পৃথিবীকে ৪২৫ বার চক্কর দিয়েছে; দানিকেনের বছর তখন ২৮৮ দিনে মাত্র । বছর ২৮৮ দিনে হওয়া মানে অতীতে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, পৃথিবী সূর্যের খুব কাছাকাছি ছিল – এমন একটা জায়গায় যেখানে বর্তমান শুক্র গ্রহের অবস্থান । এর মানে, দানিকেনের হিসেবে বরফ যুগে আমাদের এই পৃথিবী সূর্যের আরো দুই কোটি মাইল নিকটে ছিল? বহু প্রশ্ন । কিন্তু দানিকেনের তরফ থেকে কোন সদুত্তর মেলেনি । দানিকেনের দাবীর অধিকাংশই বাকচাতুরি ও স্রেফ প্রতারণা । একবার তিনি তার দাবীর সমর্থনে মৃৎপাত্রের কয়েকটি ছবি হাজির করে বলেন, ওগুলো পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত। মৃৎপাত্রের গায়ে ফ্লাইং সসারের ছবি । একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামের একদল অনুসন্ধানী ব্যাপারটি হাতে নেন ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের নির্মাতাকেও খুঁজে পান ও দানিকেনকে চেপে ধরেন । জবাবে দানিকেন

বলেন, তার চাতুরির যাথার্থতা আছে কেননা কেউ কিছু বিশ্বাস করার আগে তা পরীক্ষা করে নেবে, ইত্যাদি ।

ভিন গ্রহের প্রাণীদের পৃথিবী দর্শন বিষয়ে দানিকেন একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করাতেই পারেন। কেউ কেউ বলেন, hypotheses are a dime a dozen, মানে 'দশে বারো'। হাইপোথিসিস দাঁড় করানোটা বিজ্ঞান নয়, ওটা নিয়ে তুমি কি করছো ও অন্যেরা ওটাকে কিভাবে দেখছে – তা হচ্ছে বিজ্ঞানের কাছাকাছি। দানিকেন কখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে কোন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন নি। তিনি এও বলেন নি যে তার বই ফ্যান্টাসি অথবা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। বরং সমালোচকদের এক হাত দেখিয়েছেন এই বলে, "বই লিখতে হিম্মত লাগে, পড়তে লাগে আরো হিম্মত।"

দানিকেনের বইয়ের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে জন অমুহান্দু লিখেছেন, "ফন দানিকেন, মনে হয়, নতুন ধর্মমত নিয়ে হাজির হয়েছেন।" তিনি যা বলছেন স্পষ্টতই লোকে তা শুনছে। কেন? আমাদের ধমীয় সংস্কৃতিতে "আমরা একাকী নই" ইস্যুটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মনেবৃত্তি। ঈশ্বর আত্মা দেবদুত সবাই অপর লোকের বাসিন্দা। বৈজ্ঞানিকরাও বহু প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় ক্রমাগত বিশেষায়ন হওয়ার প্রেক্ষিতে একপ্রকার গণবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আর মানব সমাজের বাইরে উন্নততর প্রাণী আছে – এই বিশ্বাসের উপর্যুপরি তাগিদ মানুষকে বিকল্প বিজ্ঞান বা রহস্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমি মনে করি, বাইবেলসহ সকল ধর্মগ্রন্থকেই এই রাইখ সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। বাল্যকালে বাইবেলের সঙ্গে যে বন্ধন তৈরি হয়েছিল, দেবতত্ত্বে তার প্রভাব পড়েছে। দানিকেন মনে করেন, বাইবেলে ফ্লাইং সসারের বহু উল্লেখ রয়েছে আর বাইবেলের দেবতা হলো ভিন গ্রহের প্রাণী। (ক্যাথলিক পোপের দরবার থেকে কোন উচ্চবাচ্য হয়েছে বলে শুনিনি আর হলেও তা বই বিক্রির অনুকূলে গেছে)। দানিকেন পুনর্বার আবিষ্কার করেছেন, ঋকবেদে বিমান ও ইঞ্জিলে পারমাণবিক চুলা। দানিকেন বহু অলৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণ; এই গুণ বই জনপ্রিয় হওয়া ও বিক্রির সহায়ক।

বইয়ের ফন দানিকেন

দানিকেনের জন্ম ১৯৩৫ সালে সুইজারল্যান্ডের যফিংগেন শহরে । তার বাবা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক । ছেলেকেও তিনি একজন আদর্শ ক্যাথলিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবেন এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? দানিকেনকে ফ্রিবুর্গে একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের গ্রেড খুব খারাপ হওয়ায় অল্প বয়সেই দানিকেন ওখানকার পাঠ চুকিয়ে হোটেলের ওয়েটার হিসেবে কাজ নেন। স্কুলে বয়স্কাউট থাকার

সময়ে তাকে একবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ – সে স্কাউট ট্রেজারি থেকে টাকা চুরি করেছে। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। এই অভ্যেসটি পরবর্তীতে তার লেখক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে।

দানিকেন আন্তর্জালে তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে বলছেন, তিনি একটি পাঁচতারা হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছিলেন। ঠিক এই সময়েই তিনি তার প্রথম বইটি লেখার পরিকল্পনা করেন। হোটেল থেকে ৪ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক ধার নিয়ে মিশর, লেবানন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সফর করেন। প্রকাশিত হয় Chariots of the Gods । হোটেলে কাজ করার সময়েও প্রতারণা ও ছিঁচকে চুরির দায়ে তাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক পুলিশ তাকে ৭০০০ পাউন্ড ট্যাক্স ফাঁকির দায়ে গ্রেফতার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে দানিকেন ৩৫০০০০ পাউন্ড ঋণ নিয়ে বসে আছেন। জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত হন এরিক ফন দানিকেন। বিচারকরা জানান, দানিকেন অসৎ ও তার দেবতত্ত্ব হচ্ছে ফালতু ব্যাপার। শ্রীঘরে যেতে হয় তাকে। অবশ্য জেলখানায় বসে বসে লিখেন Return of the Gods । সাড়ে তিন বছর শ্রীঘরে কাটিয়ে ১৯৭২–এর শেষে মুক্তি পাওয়ার পর সেই বইটি প্রকাশিত হয় এবং এটিও বেস্টসেলার হয় ।

১৯৭৭ সালে বিবিসির একটি প্রোগ্রামে দানিকেনের দেবতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, ওটি অপবিজ্ঞান । সত্তুরের শেষ দিকে জনতার অঙ্গানে তার উপস্থিতি তেমন লক্ষ্য করা যায় না । ১৯৮২ সাল নাগাদ দানিকেনের দশম বই প্রকাশ করার জন্য কোন ইংলিশ বা আমেরিকান প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

গত ক'বছর ধরে কিছু টেলিভিশন প্রোগ্রামের বদান্যতায় দানিকেনের ভাবনা আবার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে । তিনি একটি বিশাল থিম পার্ক নিয়ে কাজ করেছেন । থিম পার্কের নাম মিস্ট্রিস অব দ্যা ওয়ার্ল্ড। দানিকেনের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, তিনি রহস্য বিষয়ে অনেক গবেষণারও সমন্বয় করেছেন । যাই হোক না কেন মানুষের কল্পনাশক্তিকে চাবকে দিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ সৃষ্টিতে তার জুড়ি নেই ।

দানিকেনের চরিত্র ও সততা নিয়ে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলো তার ওয়েবসাইটে উল্লেখ নেই । থাকারও কথা নয় । অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে গেছেন । ওয়েবসাইটে যা বলা আছে তার সব অসত্যও নয় । ক'জন লেখক পৃথিবীতে আছেন যাদের বই ৩২টি ভাষায় অনুদিত হয়ে ৬ কোটিরও বেশী বিক্রি হয়েছে? দানিকেন বাকচতুর; চারটি ভাষায় কথা বলতে পারেন, ২৫টি দেশে ৩০০০ বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে ৫০০ টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে; আমার জানামতে তিনি একবার কলিকাতায়ও এসেছিলেন । ওখানে তার আপ্যায়ন হয়েছিল অম্ল–মধুর । দানিকেন বহু লেখক সংঘের সদস্য । পাশ করে স্কুলের

চৌকাঠ পার হওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু বলিভিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি এই পন্ডিতমন্য? ব্যাক্তিকে সম্মানীয় ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়েছে । পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে । স্কুলের চৌকাঠ না পেরিয়ে গৃহবধুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘটনা কি বিরল? যে পন্ডিতের এত গুণ আমি কি তার চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারি? পারি । কারণ সে এক অপবৈজ্ঞানিক দেবতত্ত্ব হাজির করে বই লিখে বিশ্ব প্রতারণা করেছে । তার সত্য হচ্ছে আধা সত্য, সিকি কিংবা দু'আনী সত্য। তথাপি বিশ্বব্যাপী তার পাঠক আছে ভক্ত আছে । বই থেকে টাকা আসছে । আসছে টাকা থিম পার্ক থেকেও । লেখকের যেমন গালগল্প লেখার স্বাধীনতা আছে পাঠকদেরও তা পড়ার স্বাধীনতা আছে । ভদ্রলোক বা গুণীজনেরা দানিকেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না। ফন দানিকেনকে বাতিল করে গোটা দুই বই লিখেছেন রোনাল্ড স্টরি। লেখকের অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের নানা সীমাবদ্ধতা থাকে। এই সুযোগটিকে দানিকেন নির্লজ্জভাবে ব্যাবহার করে চলেছেন। বয়োবৃদ্ধ দানিকেন কোনরকম পিঠ বাঁচিয়ে সুকৌশলে এখনো মানুষের পকেট হাতিয়ে চলেছেন।

হারম্যান হেসে হার মেনেছে। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, দানিকেনের প্রতারণা সুইচ ব্যাংক চাকু চকলেট ও ঘড়ির মতো নিখুঁত।